জুলাই ২০১২ ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
শ্রীরামচন্দ্র মিশন
India ECHOES
ONE WORLD ONE HUMANITY

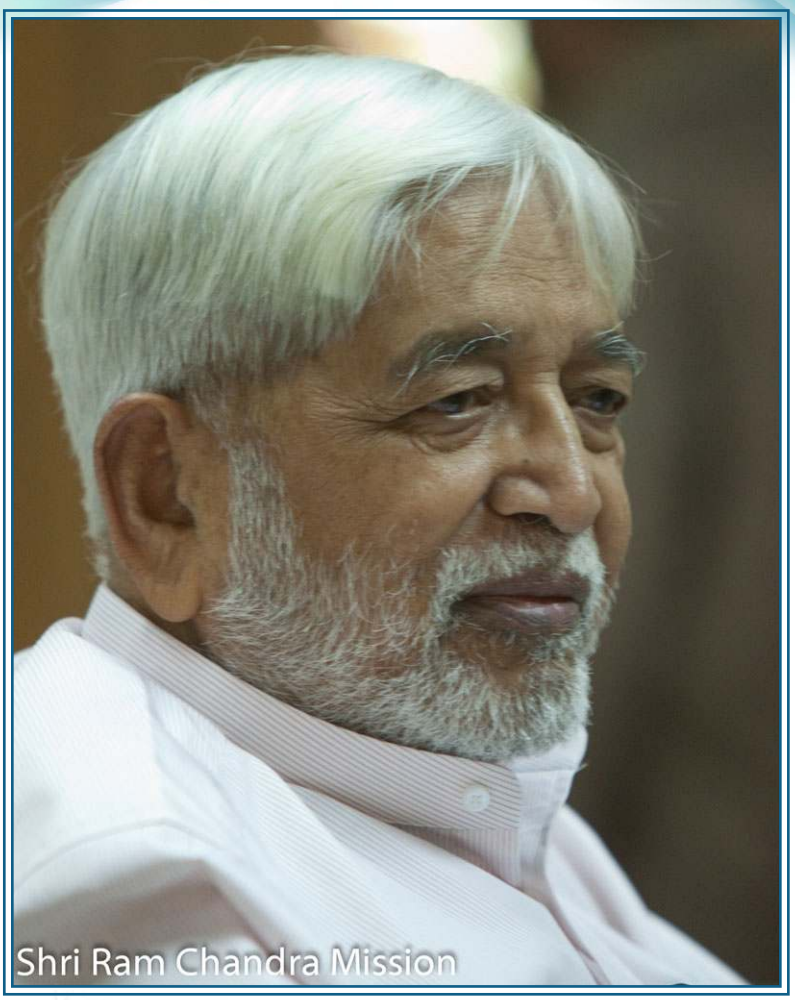

গুরুদেবের সংবাদ

চেন্নাইতে গুরুদেব

অভ্যাসীদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় গুরুদেব বলেন, "আমাদের কাজ হল পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তৎপর হওয়া ও সেইসঙ্গে ভয় দূর করা। সাধারণতঃ গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ করতে গেলে একটা ভয় ভাব থাকে, কিন্তু সহজমার্গে আমাদের উচিত হল পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করে তৎপর হওয়া ও ভয় ত্যাগ করা"।

নববর্ষের উৎসব

১৩ এপ্রিল তামিল নববর্ষে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। প্রত্যেকের দৃষ্টি ছিল গুরুদেবের প্রতি। গুরুদেবের সঙ্গে ব্যক্তিগত আত্মিক যোগাযোগ প্রত্যেকে অনুভব করে। গুরুদেব একটি বিবাহ সম্পন্ন করান। যদিও তিনি বেশ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত ছিলেন তবুও কটেজে তাঁকে সম্ভাষণ জানাতে আসা অভ্যাসীদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন।

১৪ এপ্রিল ছিল কেরলের নতুন বছর 'ভিসু'। প্রায় ১৫০ জন অভ্যাসী কেরল থেকে গুরুদেবের সাথে দেখা করতে আসেন। সন্ধ্যাবেলা তিনি কটেজের বাইরে বসেন এবং অভ্যাসীরা ১০ জন করে একসাথে তাঁর সাথে দেখা করেন। গুরুদেব প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে নজর দেন এবং সবশেষে কাজের জন্য ভিতরে চলে যান। অনেক অভ্যাসী তাঁর স্পর্শে আপ্লুত হন যা সকলের চোখে ধরা পড়ে।

তাঁকে কতক অবকাশ দাও

১৬ এপ্রিল গুরুদেব সিটিং দেন এবং মরোক্কো থেকে আসা পাঁচজন অভ্যাসীর সঙ্গে কথা বলেন। প্রত্যেক অভ্যাসী অশ্রুসিক্ত নয়নে আপ্লুত হন। একজন ভগিণী তার স্বজন হারানোর বেদনা ব্যক্ত করলে গুরুদেব বলেন, "একজনের উচিত নিজের হৃদয়কে প্রসারিত করে সবকিছুকে ঢেকে দেওয়া। দেখো, কত অভ্যাসী যায়, আসে এবং প্রত্যেকেই গুরুদেবের হৃদয়ে স্থান পায়। যখন তুমি সামান্য ক'জনকে ভালোবাসবে তখন হারানোর বেদনা অনুভূত হয়, কিন্তু হৃদয় উন্মুক্ত রেখে সকলকে ভালোবাসতে পারলে কাউকে হারাতে হয় না"।

সবসময় তাঁর কুটিরে প্রচুর মানুষের ভীড় আর প্রত্যেকেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চাপ সৃষ্টি করার জন্য তিনি অতৃপ্তি প্রকাশ করে বলেন, যতদূর সম্ভব তিনি সকলের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন। এই পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তিনি এক গোপন স্থানে বিশ্রাম নিতে চলে যান। ২৭ এপ্রিল আবার তিনি কটেজে ফিরে আসেন।

বাবুজীর জন্মদিন উৎসব পালন

২৯ এপ্রিল গুরুদেব সকালে সৎসঙ্গ পরিচালনা করে তিনি আটটি বিবাহ সম্পন্ন করান। এরপর কার্যবাহী কমিটির মিটিং তাঁর কটেজে অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যাবেলা ডেনমার্কের ভ্রাদ্স্ সান্ডে আশ্রমে ভ্রাঃ ভার্গব ও ভ্রাঃ কমলেশের সঙ্গে ভিডিও এর মাধ্যমে যোগসূত্র স্থাপনের প্রক্রিয়া গুরুদেব পরীক্ষা করে দেখেন, কারণ পরদিন ঐ যোগসূত্রের মাধ্যমে তিনি অভ্যাসীদের কাছে বক্তব্য রাখবেন।

৩০ এপ্রিল খুব সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠে পড়েন। প্রায় ১ ঘন্টা ১০ মিনিট তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। এরপর তিনি ভাষণ দেন এবং 'হুইস্পার ফ্রম দ্য ব্রাইটার ওয়ার্ল্ড' এর চতুর্থ খ ও একটি CD প্রকাশ করেন। এরপর কিছু অডিও বার্তা শোনানো হয়। পরে এক ছোট বক্তব্যে গুরুদেব 'হুইস্পার' নিয়মিত পড়ার প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সকাল ১১টায় ভ্রাঃ বালসুব্রহ্মানিয়ানের ভাষণ গুরুদেব তাঁর অফিসে বসে মন দিয়ে শোনেন। তাঁর ভাষণ গুরুদেব ও সকলের কাছে খুব মনোগ্রাহী ছিল। তিনি গুরুদেবের জীবনের অনেক ঘটনা উল্লেখ করে বলেন এসবের ভিত্তিতে কখনোই ঐ মহান ব্যক্তিত্বকে প্রসংসা ও স্তুতিতে ভূষিত না করে বরং তা নিজেদের জীবনে আরোপ করা উচিত।

গুরুদেব ক্লান্ত থাকার দরুণ ইউরোপীয়ান সেমিনারে ভাষণ দেবার

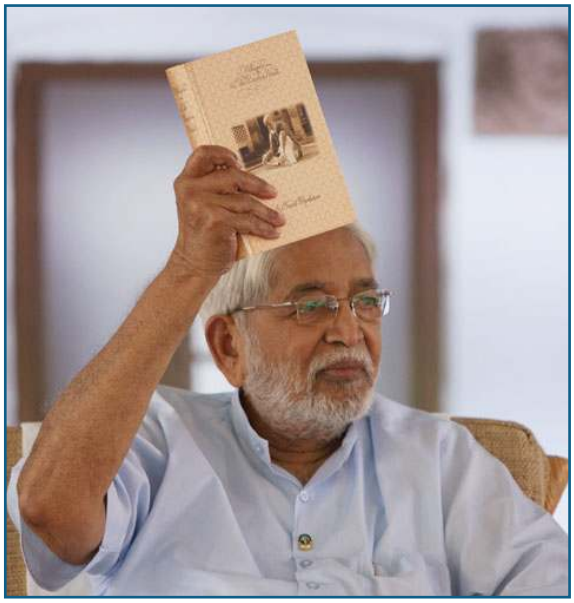

পরিকল্পনা বাতিল করেন। বিকেলে তিনি রোমানিয়া থেকে আগত পাঁচজন অভ্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রোমানীয়া ও রাশিয়ার স্থানীয় সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির চাপে যে পিষ্ট সে কথা তিনি ব্যক্ত করেন।

সন্ধ্যার সৎসঙ্গ চলাকালীন গুরুদেব গল্ফ্ কার্টে আশ্রম পরিভ্রমণ করেন। চলার পথে শিশুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেকবার তিনি থামেন। ডঃ সৌম্য ও তার দলের মনোগ্রাহী নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে সান্ধ্যকালীন অধিবেশন শেষ হয়।

উৎসবের পরবর্তী অধ্যায়

৪মে সন্ধ্যায় গুরুদেব বাগানে গিয়ে একটি বড় গাছ স্থানান্তর করার প্রস্তুতির পর্যালোচনা করেন। স্বেচ্ছাসেবীরা সবরকম প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে গাছটিকে নতুন স্থানে স্থানান্তরিত করেন। কর্মরত সকলকে গুরুদেব পথনির্দেশ দেন এবং গাছে জল সিঞ্চন করেন।

USAতে গুরুদেব এহেন বৃক্ষ স্থানান্তর প্রক্রিয়া একজন অভ্যাসী ভ্রাতা ট্রেভর ওয়েল্ট্ম্যানের কাছে দেখেন যার নামকরণ করা হয়েছিল "ট্রান্স্ফর্মিং সলিচ্যুড"। তিনি বলেন, আমাদের জীবন কত কোলাহলমুখর হয়ে গিয়েছে এবং কিভাবে তা ধ্যান অভ্যাসের মাধ্যমে আমরা জীবনের আত্মিক সম্পর্কে স্থাপিত করতে পারি।

একদিন সন্ধ্যাবেলা গুরুদেব তাঁর শোবার ঘর থেকে বারান্দার মধ্যে দিয়ে অফিস ঘরে যাচ্ছিলেন। যাবার পথে এক ভগিণীকে দেখে তৎক্ষণাৎ ব্যাগ থেকে একটা ফল বের করে তাকে দিলেন। ফলটা হাতে নিয়ে তিনি গুরুদেবকে বলেন যে তিনি সন্তানসম্ভবা। আর উত্তরে গুরুদেব বলেন "আশীর্বাদ"।

আরও একদিন রাতে নৈশভোজের আগে, গুরুদেব এক অভ্যাসীকে বলছিলেন, যিনি এক তামিল প্রচলিত কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'বাঘ ক্ষুধার্ত হলেও কখনও ঘাস খায় না'। গুরুদেব এই প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এটা বাঘের অহং বা একগুঁয়েমি নয়, এ হল তার স্বভাবজাত অর্থাৎ সে সরাসরি প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে। উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ তাদের প্রকৃতির নিয়মের বশবর্তী এবং কোন অবস্থাতেই তা থেকে বিচ্যুত হয় না। মানুষেরও এরকম হওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ পাশবিক গুণের পরিবর্তে মানবীয় গুণে সহজ থাকা আবশ্যক ছিল।

বিদারের অভ্যাসীদের জন্য আলোচনাচক্র

১১মে গুরুদেব এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে যান এবং তারপর বিদার থেকে আগত প্রায় ১০০ জন অভ্যাসীর সঙ্গে দেখা করার জন্য ডর্ম 'এ' তে যান। তিনি হিন্দিতে কথা বলেন এবং তারপর সকলকে সিটিং দেন। সন্ধ্যাবেলা তাঁর শরীর খারাপ হয় এবং কতক শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন। তিনি বলেন ব্যাঙ্কে অনেক ধূলো ছিল যা সকালে তাঁকে আক্রান্ত করে।

১৩মে রবিবার, গুরুদেব সকালে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং তারপর ভ্রাঃ চক্রপাণি তামিল ভাষায় এক ছোট ভাষণ দেন, যার মূল বক্তব্য ছিল, প্রয়োজনে অপরকে সহায়তা করার অনেক ক্ষমতা মানুষের আছে যা কিনা একটা মেশিনের চেয়ে অনেকগুণ বেশী। গুরুদেবের পথনির্দেশ ও সহায়তায় আমাদের উচিত নিজেদের অন্তর্নিহিত এই ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার করে সবরকম বাধা অতিক্রম করে স্বল্প সময়ে আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়া

গুরুদেব রাশিয়ানদের বিষয়ে ও ভাষা শেখার বিষয়ে কিছু বলছিলেন। একজন অভ্যাসী বলেন, "গুরুদেব, আমি নতুন ভাষা স্বচ্ছন্দে শিখতে পারি না, কারণ তা বোঝার কোন কারণ বা উদ্দেশ্য দেখি না"। উত্তরে গুরুদেব বলেন, "তুমি ঐ ভাষায় পটু হতে পারবে। এছাড়া আর কি উদ্দেশ্য তুমি চাও? পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি খুব খারাপভাবে আমাদের আক্রান্ত করেছে। যে কোন কাজের ক্ষেত্রে আগে চিন্তা করি যে, আমরা কি পাবো, এমনকি আমি ধ্যান করতে বললেও ঐ একই প্রশ্ন – তারা কি পাবে। তুমি কিছুই পাবে না বরং কিছু গড়ে উঠতে পারবে। এক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য"।

হুবলি (কর্ণাটক) ও আন্দামান নিকোবরের অভ্যাসীদের জন্য আলোচনা চক্র

আন্দামান নিকোবর ও হুবলি থেকে একদল অভ্যাসী গত ১৫মে থেকে আশ্রমে ছিলেন। সুদূর আন্দামান নিকোবর থেকে ১০০ জন অভ্যাসী আসায় গুরুদেব খুব খুশী। ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও তারা এতদূরে এসে আলোচনা চক্রে যোগ দিয়েছেন।

১৮মে গুরুদেব সব অভ্যাসীর সঙ্গে দেখা করেন। ড্রাঃ সোমাকুমার তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন, এরপর গুরুদেব তাঁর বক্তব্য রাখেন ও সিটিং দেন। ভাষণে গুরুদেব বলেন, " প্রেম স্থান ও কালের সব দূরত্ব ঘুচিয়ে দেয়।"

১৯মে গুরুদেব একদিকে শুয়ে ওঠার জন্য পিছনে ব্যথা অনুভব করেন। ব্যথা উপশমের জন্য কতক চিকিৎসা দেওয়া হয়। সন্ধ্যাবেলা গুরুদেব পুস্তক ভান্ডারে নতুন ফটো গ্যালারী দেখতে যান। এরপর সেখান থেকে নিজের অফিসে গিয়ে কিছুক্ষণ থাকেন ও পরে নিজের কটেজে ফিরে আসেন।

এক দশ বছরের তরুণ বালক গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছিল, নৈশভোজের পর সে গুরুদেবের কাছে এসে একটা চিঠি দেয়। অনেক কষ্টে সে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে অনেকটা সময় কাটায়। বালকটি তার কিছু সমস্যার কথা গুরুদেবকে জানালে গুরুদেব তাকে সমাধানের পথ বলে দেন।

আশ্রমে মেরামতির কাজকর্ম

ধ্যানকক্ষের ছাদের উপরের টাইল্স বদল করে নতুন কংক্রিটের আস্তরন দিয়ে চুইয়ে জল পড়ার পথ বন্ধ করা হয়। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে অনেক স্বেচ্ছাসেবীরা এসে এই কাজে সহায়তা করেন। রোজকার সৎসঙ্গ নতুন গ্রন্থাগার ভবনের একতলায় অনুষ্ঠিত হয়, আর রবিবারের সৎসঙ্গ ধ্যানকক্ষেই অনুষ্ঠিত হয়।

২০মে গুরুদেব পুরো একঘন্টা সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। বিকেলে ল ন আশ্রম উদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে গুরুদেব সেখানকার অভ্যাসীদের সঙ্গে ভিডিও মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করেন। স্বল্প সময়ের সাক্ষাৎকার হলেও লন্ডনের অভ্যাসীরা গুরুদেবকে দেখতে পেয়ে পুলকিত।

সন্ধ্যাবেলা আন্দামান নিকোবরের অভ্যাসীদের সঙ্গে গুরুদেব ফটো তোলেন। এরপর তাঁর চিকিৎসা কেন্দ্রে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তিনি হঠাৎ সেই পরিকল্পনা পরিবর্তন করে কটেজে ফিরে আসেন। তিনি হলে বসে সকলকে সিটিং দেন। অভ্যাসীদের কাছে এ ছিল চিন্তার বাইরে এক উপহার।

২১ মে থেকে ২৬মে গুরুদেব গায়ত্রীতে থাকেন। অভ্যাসীদের সেখানে যেতে নিষেধ করা হয়। ২৬মে বিকালে তিনি আশ্রমে আসেন। সন্ধ্যাবেলা তিনি মুম্বাইয়ের অভ্যাসীদের সঙ্গে আশ্রমের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

কর্ণাটক ও কোয়েম্বাটোর কেন্দ্রের অভ্যাসীদের আলোচনা চক্র

২৭মে গুরুদেব প্রায় ৬০০ অভ্যাসী নিয়ে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। অভ্যাসীরা কর্ণাটক ও কোয়েম্বাটোরের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এসেছিলেন। এছাড়া চেন্নাই থেকেও অনেক অভ্যাসী যোগ দেন। এরপর গুরুদেব ডর্ম 'এ'তে গিয়ে অভ্যাসীদের মধ্যে ভাষণ দেন। তিনি মূলতঃ প্রেমের উপর জোর দিয়ে বলেন, " যদি আমরা তাঁকে ভালোবাসতে না পারি, তাহলে আমরা অন্য সকলকে কেমন করে ভালোবাসবো, যাদের তিনি ভালোবাসেন"। অভ্যাসীদের প্রগতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিন্দু এবং অঞ্চলের প্রসঙ্গে গুরুদেব বলেন, এসবের প্রতি নজর না দিতে। তিনি বলেন, (উপরে দেখিয়ে) যদি আমরা ওখানে পৌঁছতে না পারি, তাহলে আমরা কোথাও থাকতে পারবো না। মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে, অন্যান্য সব মধ্যবর্তী স্তরকে গুরুত্ব না দেওয়াই শ্রেয়।

"...কাল ও পাত্রের দূরত্ব প্রেমের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তুমি যদি কাউকে ভালোবাসো তবে সে কোথায় আছে সেটা কোন ব্যাপার নয়। তুমি বলো, "সে সবসময় আমার মনের মাঝে"। তাই মন ও হৃদয়ে যতক্ষণ কোনকিছু স্থান না পায় ততক্ষণ তা কাল ও পাত্রের অধীন হয়ে থাকে। অতএব, তুমি অভ্যাসী হও বা না হও, ঋষি হও বা না হও, যদি তুমি প্রেম না করো, তাহলে দূরত্ব থেকে যায়।"

১৮মে ২০১২, চেন্নাই

গোয়ার অভ্যাসীরা

২৭ থেকে ৩১মে গুরুদেব আবার গায়ত্রীতে যান। ৩১মে তিনি গোয়ার অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আশ্রমে আসেন। সকাল ১১টা নাগাদ তিনি ডর্ম 'এ'তে আসেন। প্রায় ২৫ জন অভ্যাসী সেখানে ছিলেন। ১৫০ থেকে ২০০ জন অভ্যাসী তিনি দেখবেন বলে আশা করেছিলেন। গুরুদেব ভাষণ দেন ও সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। গুরুদেব জোর দিয়ে বলেন যে, সহজমার্গ খুব সরল ও ফলদায়ী আর এহেন সরল ও ফলদায়ী অনুশীলনের বিষয়ে প্রত্যেককে বলতে কোন সমস্যা থাকা উচিত নয়। সৎসঙ্গের পর তাঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, তাই তিনি সোজা কটেজে চলে যান।

নৈশভোজের পর তিনি ওমেগা স্কুলের প্রাক্তন জনা কয়েক সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যদিও তারা খুব সামান্য তহবিল নিয়ে কাজ করছে, তবুও গুরুদেব তাদের নথীপত্র, রশিদ, খরচ ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখেন। আমাদের সকলের কাছে এটা শিক্ষণীয় বিষয় যে, কার্যক্রম যত ছোটই হোক না কেন, প্রয়াস ও প্রচেষ্টা একই থাকা উচিত।

ওমেগা প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের আলোচনা চক্র

১ জুন গুরুদেব গ্রন্থাগারের উপর আলোচনা সভাকক্ষের উদ্‌ঘাটন করেন এবং সেইসঙ্গে ওমেগা প্রাক্তনীদের সপ্তাহব্যাপী আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন ও পরে সিটিং দেন। এরপর গুরুদেব গায়ত্রীতে চলে যান। কান্‌হা প্রকল্প সফলতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে, তাই তিনি নিজ হাতে তার নিবন্ধীকরণের জন্য হায়দ্রাবাদ যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে তাঁর সফরসূচী বাতিল করতে হয়।

হায়দ্রাবাদ যেতে না পারার জন্য কান্‌হা প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবীদের তিনি ৬ জুন গায়ত্রীতে ডেকে নেন। তাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর গুরুদেব প্রকল্পের ঐকান্তিক সফলতার জন্য সকলকে অভিনন্দন জানান ও উপহার প্রদান করেন।

৮ জুন শুক্রবার গুরুদেব ভ্রাঃ এম. ডি. সান্‌থাগোপালনের বাড়ীতে এক সপ্তাহ বিশ্রাম নেবার জন্য চলে যান।

১৪ জুন গুরুদেব আশ্রমে ফিরে আসেন। পরদিন দাঁতে প্রবল ব্যথা ও মুখ ফুলে যাবার জন্য তিনি চিকিৎসার জন্য যান।

লখ্‌নৌ এর অভ্যাসীদের জন্য আলোচনাচক্র

লখ্‌নৌ এর ৬৫০ জন অভ্যাসী এক আলোচনা চক্রে সামিল হন। ভ্রাঃ চক্রপাণী হিন্দীতে ভাষণ দেন। ভাষণের মাঝে মাঝে কিছু গানের কলি উদ্ধৃতি দেন, যা প্রেমের বার্তায় সম্পৃক্ত। সহজসরলভাবে তিনি তার বক্তব্য পরিবেশন করেন।

শনিবার গুরুদেব একজন প্রশিক্ষককে সিটিং দেবার পর শরীর খারাপ অনুভব করেন, ফলে তিনি লখ্‌নৌ এর অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। ভ্রাঃ বিনোদ মিশ্র তার ভাষণে বলেন, "গুরুদেবকে কিভাবে সবরকম পরিস্থিতিতে খুশী রাখা যায়"। এরপর গুরুদেব এই বিষয়ে বলতে গিয়ে দান করার মানসিকতার উপর জোর দেন। তিনি বলেন একাজ অবশ্যই আত্মিক ভক্তি সহকারে করা উচিত।

সন্ধ্যায় গুরুদেব দুটো মিটিংএ যোগ দেন। একটা লখ্‌নৌ ও অন্যান্য কেন্দ্রের শিশুদের সঙ্গে এবং অপরটা ঐ সকল কেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের সঙ্গে। প্রায় ৮০ জন শিশু ও যুবা গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করেন। গুরুদেব সকলকে চকোলেট দেন ও বার্তালাপ করেন। এরপর তিনি লখ্‌নৌ কেন্দ্রের ১৭ জন প্রশিক্ষককে সিটিং দেন।

১৭ জুন গুরুদেব সকালে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। চেন্নাই ও পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রের বেশ কিছু অভ্যাসী ও লখ্‌নৌ কেন্দ্রের অভ্যাসী মিলে ধ্যান কক্ষ পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

যেহেতু গুরুদেব আগের দিন লখ্নৌ এর অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি, তাই তিনি সকাল ১১টা নাগাদ ডর্ম'এ'তে তাদের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা করেন। গুরুদেব তাঁর হিন্দীতে প্রদত্ত ভাষণে সঠিক কাজ ভবিষ্যতের জন্য ফেলে না রেখে বর্তমানে সম্পন্ন করার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন। মানুষের বয়স বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত, কিন্তু বুড়ো হলে তখন আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করার যে মানসিকতা তা ঠিক নয়। তিনি বাবুজীর প্রজ্ঞার কথা পুনরায় উল্লেখ করে বলেন, আমাদের এমনভাবে জীবনধারণ করা উচিত যাতে পরমুহূর্তে আমরা মারা যেতে পারি। ভাষণের পর তিনি আরও একটা সিটিং দেবেন কিনা তা জিজ্ঞাসা করেন। অভ্যাসীরা সকলে সিটিং এর জন্য অনুরোধ করেন। পুরো সময় অভ্যাসীরা খুব অনুশীলিত ছিল এবং নীরবে বসে থেকে গুরুদেবকে স্বতন্ত্রভাবে চলার পথ তৈরী করে দেন।

গুরুদেব ও তাঁর কাজ

"আমাদের বাচ্ছারা কি ভিন্ন প্রজাতির হবে"? এই প্রসঙ্গে জুয়ান এন্রিকুয়েজের TED ভাষণ গুরুদেব খুব মন দিয়ে শোনেন। মানুষের ক্রমবিকাশের প্রসঙ্গে তিনি কিছু মন্তব্যও প্রকাশ করেন।

গুরুদেবের কাঁধে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে খুব ব্যথা, তাই তিনি ফিজিওথেরাপিষ্টের নির্দেশমত কিছু ব্যায়াম নিয়মিতভাবে করছেন। সবরকম পরিস্থিতিতে তাঁর স্বাভাবিক কাজকর্ম চলতে থাকে। যখন বলা হয় যে, তাঁর শারীরিক কারণের জন্য কিছু নতুন প্রশিক্ষক তৈরীর কাজ স্থগিত রাখা আছে, তৎক্ষণাৎ তিনি চারজনকে ডেকে নেন।

গুরুদেব শিশুদের সঙ্গে তাদেরই একজনের মতো হয়ে বার্তালাপ করেন। এক দম্পতি তাদের নবজাতক শিশুর নামকরণের জন্য গুরুদেবের কাছে আসেন। গুরুদেব বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে নাম রাখেন 'সরস্বতী'। তিনি শিশুটির সাথে কথা বলেন এবং শিশুটি প্রত্যুত্তরে হেসে ওঠে। একজন অভ্যাসী জিজ্ঞাসা করেন, "গুরুদেব, বাচ্ছারা কি আপনার সাথে কথা বলে?" উত্তরে গুরুদেব বলেন, " না, কিন্তু যখন তারা আমাকে চিনতে পারে, তখন হেসে ওঠে"। যখন আমরা প্রথম গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করি, তখন ক'জন তাঁর মধ্যে গুরুদেবকে চিনতে পারে?

যুবানুষ্ঠান

পানভেল

পানভেল আশ্রম এপ্রিল মাসের ২০ থেকে ২২ একটি শিবিরের আয়োজন করেছিল। ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সের ৪৫ জন ছেলেমেয়ে এতে অংশ নিয়েছিল। এই বয়সের পক্ষে উপযোগী বিষয় তাদের দেওয়া হয়েছিল। প্রার্থনা দিয়ে শিবিরের সূচনা হয় যেখানে প্রতিটি ছেলেমেয়েকে মোমবাতি জ্বালাতে ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের ধারণা ব্যক্ত করতে বলা হয়। মহান ব্যক্তি ও তাদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় জ্ঞাপক গুনের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের কয়েকটা দলে ভাগ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'মাদার টেরেজা – 'সেবা মোমবাতি', 'চারিজী – গুরুদেব–প্রেম প্রদীপ', 'আব্রাহাম লিঙ্কন–বিশ্বস্ত জ্যোতি' ইত্যাদি। প্রত্যেকটি দলকে একটা অসমাপ্ত গল্প দেওয়া হয় এবং তাদের সেটা সমাপ্ত করে পুতুল খেলা বা মুকাভিনয়ের মাধ্যমে তা মঞ্চস্থ করতে বলা হয়।

মত বিনিময় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয় যেমন – মিল ও ঐক্য, পরিচালনা, স্বাস্থ্য ওপুষ্টি, শক্তি ও উদ্দীপনা, এগুলির উপর নিজ নিজ ক্ষেত্রে পেশাদার অভ্যাসীরা বক্তব্য রেখেছিলেন। সবুজে ঘেরা আশ্রমের বিভিন্ন আকর্ষনীয় ছবি বাচ্চারা নিয়েছিল। প্রতিভা অন্বেষণ বাচ্ছারা বেশ উপভোগ করেছিল। অংশগ্রহণকারীদের একটা করে গ্রুপ ফটো স্মারক হিসাবে দেওয়া হয়েছিল।

মানাপাক্কাম, চেন্নাই

মানাপাক্কাম আশ্রমে ২৭ মে ১৭ থেকে ৩০ বছর বয়সী যুবক –যুবতীদের জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের শীর্ষক ছিল 'সহজ সরল হও ও প্রকৃতির সাথে এক হয়ে যাও'। প্রায় ৫০ জন অভ্যাসী 'প্রকৃতি পরিক্রমা'র মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছিলেন এক স্থানীয় **NGO** যারা বৃক্ষ সংরক্ষণের উপর কাজ করছেন। অংশগ্রহণকারীরা আশ্রমের বিভিন্ন গাছ–গাছালির পরিচিতি লাভ করেছিল। সরল ও সাদা–সিধে হওয়ার গুরুত্বের উপর এক আলোচনা চক্র হয়েছিল যাতে গুরুদেবের দৃষ্টিভঙ্গিও ব্যক্ত করা হয়। সহজমার্গের দশসূত্রের মধ্যে চতুর্থ সূত্রের উপর পঠন–পাঠন ও আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি ভাব–বিনিময়মূলক, ব্যবহারিক ও সফল হয়েছিল।

বনশংকরী আশ্রম, ব্যাঙ্গালোর

ব্যাঙ্গালোরের যুবাবর্গকে একত্রিত করে ২০১২র জানুয়ারী থেকে এক ইন্‌ফর্মাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল । মাসের এক রবিবার ২ ঘন্টার জন্য এই সমাবেশ হয়। ধীরে ধীরে হলেও সংখ্যাটা বাড়ছে। মিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠনে এদের সামিল করা এবং মিশনের উদ্দেশ্য ও একমাত্র যে লক্ষ্য সে সম্বন্ধে একে অন্যের থেকে জেনে নেওয়াই হল এই আয়োজনের লক্ষ্য।

বিষয় নির্ধারণ কেবল সাধনার উপর সীমাবদ্ধ না রেখে আরও ব্যাপক স্তরে নিয়ে যাওয়া হয় যেমন– 'আমি সহজমার্গে কেন এলাম'? 'আমি কে'? 'আমি কি থেকে কি হতে চলেছি'– ইত্যাদি। প্রত্যেকবার আমরা নতুন কিছু করতে চাই যেটা, সঙ্গীত, চিত্র, কবিতা বা নাটিকার মাধ্যমে শিখতে পারি । কোন বিষয়ের উপর আলোচনা বা গভীর আলোকপাত ছাড়াও বিভিন্ন কর্মকান্ড ও খেলাধূলার মাধ্যমে একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে এক আত্মিক বন্ধন তৈরী করাও এই সমাবেশের উদ্দেশ্য । প্রতিটা অনুষ্ঠানের শেষে গুরুদেবের ভাষণ ও ভিডিও দেখানো হয় যাতে আমাদের বিষয়বস্তুর স্বচ্ছতা, গভীরতা ও চিন্তার বিকাশ ঘটে । সামনের মাস থেকে আরও কিছু কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে যেমন – আবাসিক শিবির, নিকটবর্তী কেন্দ্র পরিদর্শন, নাটক মঞ্চস্থ করা, ছোট প্রতিযোগিতা আয়োজন করা ইত্যাদি। আমরা আশা করি গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে এই দলটি বেড়ে উঠবে এবং তারা তাদের কলেজে সহজেই পড়াশোনার চাপকে গ্রহণ করতে পারবে ও অভ্যাসী ভাই–বোনেদের সহায়তায় কাজ করে যেতে পারবে।

মহারাষ্ট্র

আধ্যাত্মিক অনুশীলনের গুরুত্বের উপর পুনরায় মনোনিবেশের উদ্দেশ্যে এক যুব সমাবেশ ১৪ ও ১৫ এপ্রিল মহারাষ্ট্রের পানভেল আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে মুম্বাই, পুনে ও নাসিক থেকে প্রায় ৭৮ জন অভ্যাসী এসেছিল । এখানে তিন পর্যায়ের এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয় যার শীর্ষক ছিল 'তাঁর পথ অনুসরণ করো'। তিনটি প্রশ্ন যথা – 'আমার কি করা উচিত'? আমি কেমন ব্যবহার করব'? আমি অন্তর থেকে কেমন হব'? এগুলির উত্তর খোঁজা । এর সাথে এখানে সাধনা, চরিত্র গঠন, ব্যবহার ও পরিবর্তন –এই বিষয়গুলিও আলোচিত হয়েছিল । এরপর দশসূত্রের উপর এক গভীর আলোচনা চক্র চলেছিল। দ্বিতীয় দিনে প্রশ্নোত্তর পর্যায়ে অভ্যাসী, প্রশিক্ষক, ব্যবস্থাপকগণ, সাহায্যকারীগণ ও কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছিল । এইভাবে সাধনা, নিয়মিত অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে অনেক সংশয় দূরীভূত হয়েছিল। ভ্রাঃ অমল, যিনি পুনে থেকে এসেছিলেন, ধ্যানের উপর একটা অ্যানিমেশন ছবি দেখিয়েছিলেন।

নয়ডা

২০১২ এর মে–জুন মাসে ৬–১১ বছরের বাচ্চাদের নিয়ে নয়ডা কেন্দ্রের যুবাবর্গ কিছু কার্যক্রমের পরিকল্পনা নিয়েছিল। ৬০ জন ছেলেমেয়েদের নিয়ে সপ্তাহে দুবার সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল । সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল 'বন্ধুত্ব স্থাপন', 'আদান–প্রদানের অভ্যাস গড়া', 'একে অন্যের সহায়তা করা', 'মনযোগ সহকারে শোনার অভ্যাস তৈরী করা' এবং এইরকম আরও অনেক। এছাড়া এই যুবকগণ স্কুলে গিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের অধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা নেয়।

শিশুদের গ্রীষ্মকালীন শিবির

মানাপাক্কাম, চেন্নাই

৭ থেকে ১৩ বছরের বাচ্ছাদের মোট ১২০ জন ছেলেমেয়ে ৭মে থেকে ৯মে পর্যন্ত মানাপাক্কাম আশ্রমে গ্রীষ্মকালীন শিবিরে যোগদান করেছিল। 'প্রেমে নিয়মানুবর্তিতা' এই শীর্ষকের উপর আধারিত বিভিন্ন হাতের কাজ ও আউট্‌ডোর গেম্‌স্ প্রথমদিনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মূল্যবোধের উপর আধারিত একটা চলচিত্রও দেখানো হয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনের বিষয় ছিল 'সরলতা ও সংবেদনশীলতা'। হাতের কাজ, প্রশ্নোত্তর, শিক্ষণীয় কুইজ্ ও ব্যবহারিক পর্যায়ে কুমোরের চাকে হাত লাগিয়ে শিশুরা খুবই সক্রিয় এবং ব্যস্ত ছিল।

তৃতীয় দিনের বিষয় ছিল "স্বাস্থ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে ছন্দোবদ্ধতা"। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের উপর তথ্যচিত্র, টি–শার্টের উপর ছবি আঁকা, পুতুল খেলা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে সকলে ভীষণ আনন্দ লাভ করেছিল। সুস্বাদু খাবারের প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও এই গ্রীষ্মকালীন শিবিরে ছিল। পরদিন স্থানীয় NGO দ্বারা আয়োজিত 'বৃক্ষ পরিক্রমা' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনেক ছেলেমেয়ে এই শিবিরে যোগদান করেছিল ও আশ্রম পরিসরে যে সব গাছ–গাছালি ছিল সেগুলোর সাথে পরিচিতি লাভ করেছিল। শিশুরা ও তাদের অভিভাবকদের থেকে যে প্রতিক্রিয়া এসেছিল তা ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক ও উৎসাহবর্ধক।

ভাদোদরা

২৬ মে ২০১২ ভাদোদরায় (গুজরাট) একদিনের এক গ্রীষ্মকালীন শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ৬০ জন এতে অংশগ্রহণ করেছিল। লালাজী মহারাজ ও বাবুজী মহারাজের উপর আধারিত এক তথ্যচিত্র দেখানো হয়েছিল। এছাড়াও গান, কবিতা, গল্প, খেলাধূলা ইত্যাদি দ্বারা অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছিল। নৈতিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মে ছেলেমেয়েরা খুবই উপকৃত হয়েছিল।

পানভেল, মুম্বাই

২৫– ২৭ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত শিবিরে ৮–১২ বছর বয়সের ২০ জন শিশু অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। শিবিরের তৃতীয় দিনে বাচ্চারা তাদের বিষয় অভিনয় করে দেখায়। তারা প্রকৃতির উপর 'কোলাজ্' প্রস্তুত করেছিল। সঙ্গীত অধিবেশনে বাচ্চারা গান গায় এবং গান শেখে। বাচ্চাদের মধ্যে কেউ কেউ গান প্রস্তুত করেছিল। সন্ধ্যার আকাশ দেখে সব বাচ্চারা খুব খুশী হয়েছিল। প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের সহায়তায় দড়ির সাহায্যে দেওয়াল বেয়ে নামার দুঃসাহসিক অভিযান শিখেছিল। বিভিন্ন খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করে শিশুরা যথেষ্ট মজা পেয়েছিল। হাতে– কলমে শিক্ষার অনুষ্ঠানে বাচ্ছারা রঙিন ছবি আঁকে আর এইভাবে আঁকা গ্রুপ ফটো তাদের স্মারক হিসাবে প্রদান করা হয়েছিল। 'শক্তি' শীর্ষকের উপর কুইজ্ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শিশুদের নির্মল সারল্যে ভরা হৃদয়ের দ্বারা সমস্ত আশ্রম পরিমন্ডল আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

পিলিভিত

১০ দিনের শিবিরে ১০–১৪ বছরের বাচ্ছারা পিলিভিত আশ্রমে ২৫ মে থেকে ৩ জুন পর্যন্ত সানন্দে অংশগ্রহণ করেছিল। সকাল ৬.৩০ থেকে রাত্রি ৯.৩০ পর্যন্ত তাদের সময়সূচী নির্দিষ্ট ছিল। এখানে হাস্যময়, উৎসাহবর্ধক ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সামাজিক মূল্যবোধ ও নীতিশিক্ষামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানও হয়। খেলাধূলা, ছবি আঁকা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও ছিল।

শেষদিনে অভিভাবক ও পিতামাতাদের নিয়ে এক মুক্তানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে ছেলেমেয়েদের আচার–ব্যবহারে প্রগতি লক্ষ্য করে অংশগ্রহণকারীরা যারপরনাই খুশী হয়েছিলেন।

ঘোষণা

গুরুদেবের ৮৬তম জন্মদিন উদ্‌যাপন

২৩ থেকে ২৫ জুলাই ২০১২ তে তিরুপ্পুরের (তামিলনাড়ু) ডায়মন্ড জুবিলি পার্কে এই উৎসবে যোগ দেবার জন্য সব অভ্যাসীকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

নতুন ZIC নিয়োগ

উত্তর তামিলনাড়ু – জোন ২এ

ভ্রাঃ বি.এস. মুরুগান (হোসুর) ভ্রাঃ এস.প্রকাশের কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

জোন ৮ – মধ্যপ্রদেশ

ভোপালের ভ্রাঃ প্রভাকর দাস ভ্রাঃ বিকল্প মুন্দ্রার কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় উত্তরপ্রদেশ – জোন ১২বি

ভ্রাঃ অশোক গর্গ (লখ্‌নৌ) ভ্রাঃ শ্যামজী মেহ্‌রোত্রার কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

রিট্রিট্ সেন্টার – পানশিট

ভ্রাঃ ডঃ রাজেন্দ্র রাঠোর ভ্রাঃ কে.টি.মঞ্জুনাথের কাছ থেকে গত ২৫ জুন ম্যানেজারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

CREST ব্যাঙ্গালোর

ভঃ সীতা কুঞ্চিদাপাদম গত মে মাসে ভ্রাঃ ডঃ এ. পেরুমলের কাছ থেকে নির্দেশকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

পুলগাঁও আশ্রম উদ্‌ঘাটন

গত ২২ এপ্রিল ভিডিওর মাধ্যমে গুরুদেব মহারাষ্ট্রের পুলগাঁও আশ্রমের উদ্‌ঘাটন করেন এবং আশ্রমে উপস্থিত অভ্যাসীদের সৎসঙ্গ করান। ZiC ভ্রাঃ বৈদ্য সহ কিছুসংখ্যক অভ্যাসী মানাপাক্কামে গুরুদেবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

১০৪৯৪ বঃফুটের এই আশ্রম ছোট হলেও খুবই সুন্দর। ২২৯০ বর্গফুটের ধ্যানকক্ষে প্রায় ৩০০ জন অভ্যাসীর বসার ব্যবস্থা আছে। এখানে গ্রন্থাগার, রান্নাঘর, শৌচাগার ইত্যাদি রয়েছে। পুলগাঁও, অমরাবতী, ওয়ার্ধা, ইয়োটমল, চন্দ্রপুর ও নাগপুর কেন্দ্র থেকে প্রায় ২০০ অভ্যাসী ঐদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তাদের আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য যা কিছু দরকার সবকিছু দিয়ে গুরুদেব অভ্যাসীদের পরিপূর্ণ করেন।

"সতত–স্মরণ প্রেমিককে প্রিয়তমের কাছে এনে দেয়। এই অন্তরঙ্গতার কোন সীমা নেই। প্রেম যত বেশী হবে, তত একজন তাঁর দিকে এগিয়ে যাবে। এই সম্পর্ক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। তাই আমাদের উপর নির্ভর করবে কত তাঁর সান্নিধ্যে নিজেদের নিয়ে যেতে পারি"।

Complete Works of Ram Chandra. Vol -1, Chapter "Maxim- 2". Page-207, by Babuji Maharaj.

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

যোধপুর, রাজস্থান

'ভ্রাতৃত্ববোধ'এর উপর এক কর্মশালা ৩ জুন অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যাসীরা প্রবল উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। যোগদানকালে তারা প্রার্থনা করেন – গুরুদেব আমাদের যা হতে বলেছেন তা যেন হতে পারি। মধ্যাহ্নভোজের পর এক আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে আমাদের আরও কি করা উচিত সে বিষয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়। কি পরিবর্তন করা উচিত এবং কিভাবে তা করা উচিত, সে বিষয়ে অভ্যাসীদের মধ্যে আলোচনা করা হয়। সব অভ্যাসী এক বিষয়ে সহমত হন যে, আজ্ঞাপালন করার জন্য আমাদের উচিত গুরুদেবকে সহায়তা করা এবং তার জন্য নিয়মিত ও নিষ্ঠাসহকারে সাধনা করা। আমাদের অন্তরে যে প্রেম নিহিত আছে তা একমাত্র গুরুদেবের প্রতি নিবেদন করা উচিত। গুরুদেব আমাদের কাছে যা আশা করেন তা নিজেকে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে আমাদের সামনে হাজির করে শিখিয়ে দিয়েছেন। সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর নতুন ভাবে শুরু করার প্রার্থনা করে অধিবেশনের শেষ হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

শিলং, মেঘালয়

গত ৬ মে এই প্রথম শিলংএএক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় । বারোজন অভ্যাসী এতে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল প্রতিফলন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ধ্যান অনুশীলন শেখা । গুরুদেবের ভাষণের কিছু অডিও–ভিডিও উদ্ধৃতি এবং বাবুজীর ভিডিও 'আই অ্যাম্ টেলিং ইট্'এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের উপলব্ধি করানো হয় যে, আমাদের বর্তমান ধ্যান অনুশীলনের পরিবর্তনের প্রয়োজন কতটা।

ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ

'গ্রাউন্ডিং ইন প্র্যাক্টিস'এর ডায়েরী লেখার অধ্যায়ের উপর আয়োজিত এক কর্মশালায় ২০ জন অভ্যাসী গত ২৬ মে ইন্দোর আশ্রমে অংশগ্রহণ করে। সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং তারপর গুরুদেবের এক ভিডিও দেখানো হয়। অভ্যাসীরা তাদের ডায়েরী লেখার ধরণ ও অভ্যাসের উপর আত্মসমীক্ষা করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নথিবদ্ধ করে । গুরুদেবের কিছু কথার উদ্ধৃতির উপর দলগত আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে গুরুদেবের ভাষণ 'ন্যাকেড্ সেলফ্' এ ডায়েরী লেখার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা হয়।

উত্তরপ্রদেশ

গোরখপুর কেন্দ্রে ১৩ মে এবং ২০ মে 'গ্রাউন্ডিং ইন প্র্যাকটিস'এর কার্যক্রমে ডায়েরী লিখন ও সাফাই অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করে । অংশগ্রহণকারীদের পাঠ করতে বলা হয় এবং গাইড লাইন অনুযায়ী তাদের মত বিনিময় করতে বলা হয় । অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে গুরুদেবের বক্তৃতা শোনানো হয় এবং কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর অভ্যাসীদের ডায়েরীতে লিখতে বলা হয় । ডায়েরী লিখন ও সাফাই এর দুটো মডেল শেষ করা হয়েছে এবং এই অনুষ্ঠান বেরাইচ ও বালিয়া কেন্দ্রেও শুরু করা হয়েছে।

পরিকল্পনা কার্যশালা, মাইশোর, কর্ণাটক

মাইশোর আশ্রমে ১৯ ও ২০ মে দক্ষিণ কর্ণাটক অঞ্চলের বিভিন্ন কেন্দ্রের জেলা ও কেন্দ্র কো–অর্ডিনেটরদের নিয়ে এক পরিকল্পনা কার্যশালার আয়োজন করা হয়েছিল। এই অঞ্চলে ১৩ জন কো–অর্ডিনেটর আছেন এবং ব্যাঙ্গালোরের একদল স্বেচ্ছাসেবী তাদের সহায়তা করেন । অনুষ্ঠানের শুরুতে অংশগ্রহণকারীরা নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দেন। এরপর ZIC ঐ অঞ্চলের বর্তমান অবস্থার বিবরণ দেন । অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা, গত এক বছরে পরিচালিত প্রধান কাজকর্ম এবং যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার উপর আলোচনা করেন। পরদিন সৎসঙ্গের পরেই গুরুদেবের 'কর্তব্য ও দয়িত্ব' এর উপর ভাষণের এক ভিডিও দেখানো হয়। অংশগ্রহণকারীরা কিভাবে নতুন অভ্যাসী বাড়ানো যায় এবং গুণগতভাবে তাদের উন্নতি সাধন করা যায়, সে ব্যাপারেও আলোচনা করেন । বড় কেন্দ্রগুলো আশ্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারেও আলোচনা করে। লক্ষ্যের থেকেও হৃদয়গ্রাহী পরিকল্পনার প্রচেষ্টার উপর জোর দেওয়া হয় । সমস্ত অংশগ্রহণকারী অভ্যাসীরা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে পেরে এবং সাধারণ সমস্যাগুলোর নতুন সমাধানের পথ খুঁজে পেয়ে খুশী হয়েছিল।

গোধ্রা, গুজরাট

গুজরটের গোধ্রা আশ্রমে ১৯ মে এক অভ্যাসী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান (Level-1) আয়োজন করা হয়েছিল । এই অনুষ্ঠান CREST এর নির্ধারিত নিয়মে অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯ জন নতুন যোগদেওয়া অভ্যাসী এতে অংশগ্রহণ করে । কিছু অতিথি ও অভ্যাসীদের আত্মীয়–স্বজনও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন । প্রশিক্ষণের পর এক প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখা হয়। প্রত্যেক নতুন অভ্যাসীকে ও অতিথিকে একটা করে সহজমার্গ অভ্যাসের প্রাথমিক পুস্তক প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠান মিশনের নতুন অভ্যাসীদের কাছে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ও শিক্ষণীয় ছিল।

রত্লম আশ্রম, মধ্যপ্রদেশ

জ্যোতির্কেন্দ্র

রত্লম মধ্যপ্রদেশের এক অন্যতম জেলা যা মালওয়া অঞ্চল নামেও পরিচিত। রত্লম শহরে জেলার প্রশাসনিক মুখ্য কার্যালয় অবস্থিত এবং প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। দিল্লী বা মুম্বাই থেকে বারো ঘন্টারও কম সময়ে ট্রেনযোগে রত্লম পৌঁছানো যায়। মধ্যপ্রদেশের সব জায়গার সঙ্গে এখান থেকে যাতায়াতের সুব্যবস্থা আছে, বিশেষ করে রাজস্থান ও গুজরাটের সীমানা সংলগ্ন অঞ্চলের সঙ্গে। ইন্দোর, উজ্জয়ীন এবং বরোদা কেন্দ্রগুলি এর খুব কাছাকাছি।

রত্লম রেল স্টেশন থেকে ৬ কিমি দূরে রাজ্যের ১০ নং জাতীয় সড়কের উপর গ্রাম বারবাডে এই আশ্রম অবস্থিত। ১৪৫০০ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত ১২০০ বর্গফুট ধ্যানকক্ষে প্রায় ১০০ জন অভ্যাসীর বসার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া রান্নাঘর ও সুন্দর বাগান রয়েছে।

আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় অভ্যাসীদের আবাসন গড়ে উঠেছে। মিশনের পক্ষ থেকে ভ্রাঃ উমাশঙ্কর বাজপেয়ী জমি সংক্রান্ত সবরকম আইনি কাজকর্ম সম্পন্ন করেন। এরপর ২৭ জুন ২০১০ গুরুদেব নবনির্মিত আশ্রমে ধ্যান শুরু করার অনুমতি দেন। বর্তমানে রত্লম কেন্দ্রে ৬৫ জন অভ্যাসী আছেন।

১৯৯৩ সালে জনাকয়েক অভ্যাসী নিয়ে মিশনের প্রারম্ভ। ইন্দোর ও উজ্জয়ীন থেকে প্রশিক্ষকরা এখানে এসে সহযোগিতা করতেন। পরে ২০০৪ সালে এখানে প্রশিক্ষক নিযুক্ত হয়। নতুন আশ্রম চালু না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় অভ্যাসীর বাড়ীতে ব্যক্তিগত সিটিং, রবিবার ও বুধবারের সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হত। ২০০৫ সালে অভ্যাসীরা আশ্রমের জন্য ঐ জমি ক্রয় করেন।

কেন্দ্রের কাজকর্ম বলতে নতুন অভ্যাসীদের কর্মশালা, মুক্ত আলোচনা চক্র, প্রবন্ধ রচনা, কার্যক্রম পরিচালনা ও 'ওয়েলকাম ডেস্ক'এর মাধ্যমে অধ্যাত্মিকতার পিপাসুদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা ইত্যাদি। এছাড়া নিকটবর্তী কাচ্রোড, জাওরা, মন্দসাউর, নিমূচ, খোর (বিক্রম সিমেন্ট) ও বানসোয়ারা কেন্দ্রগুলিতে এই কেন্দ্র নিয়মিত সহায়তা প্রদান করে।

যদিও রত্লম কেন্দ্রে গুরুদেবের পদার্পণ হয়নি, তবুও এখানকার অভ্যাসীরা একটা বিষয়ে খুব তৃপ্ত, তা হল, রাওটি (রত্লম থেকে ৩৩ কিমি দূরে এক গ্রাম) যাবার পথে লালাজী মহারাজ রত্লমে বাবা মুরাকদাসের আশ্রমে অবস্থান করেছিলেন। (Complete Works of Ram Chandra, Vol.2, Pg. 122).

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2011 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.